ট্রেজার আইল্যান্ড

রবার্ট লুই স্টিভেনসন

পুনর্কথন

লোপামুদ্রা রহমান

www.kinderbooks.com.bd

TREASURE ISLAND by Robert Louis Stevenson; Retold by Lopamudra Rahman
First published in paperback in Bangladesh by KinderBooks in 2025
Text and Illustrations Copyright reserved by the Publisher

ISBN : 978-984-99252-9-3

Printed and bound in Bangladesh

ট্রেজার আইল্যান্ড
রবার্ট লুই স্টিভেনসন
পুনর্কথন : লোপামুদ্রা রহমান
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৫
প্রকাশক : মাহমুদুল হাসান

KinderBooks®

নোভা টাওয়ার, ২/১ নয়া পল্টন, ঢাকা ১০০০
বিশাল বুক কমপ্লেক্স, ৩৭ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০। ফোন : +88 01958519882
পরিবেশক : বেঙ্গলবুকস, কিন্ডারবুকস

প্রকল্প ও শিল্প সম্পাদক : আজহার ফরহাদ
সম্পাদনা সহযোগী : জাকির উসমান
অলঙ্করণ : সুবীর মণ্ডল
গ্রাফিক ডিজাইন : শেখ মাহমুদ ইসলাম মিজু

বর্ণবিন্যাস : ক্রিয়েটিভ ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট
মুদ্রণ : প্রিন্ট ওয়ার্কস, ২৯ মিরপাড়া, আমুলিয়া রোড, ডেমরা, ঢাকা ১৩৬০
অনলাইন ডিস্ট্রিবিউটর রকমারি ডট কম, বাতিঘর ডট কম। ভারতে পরিবেশক : ধ্যানবিন্দু, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা।
যুক্তরাজ্য পরিবেশক : সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন। যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক : মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক।

মূল্য : ১৪০ টাকা | USD : $8

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

বইটির কোনো অংশ বা সম্পূর্ণ বই কম্পোজ বা ফটোকপি আকারে বিক্রয় বা সরবরাহ করা অবৈধ। এ বইয়ের কোনো লেখা বা চিত্র হুবহু, পরিমার্জন বা পরিবর্ধন করে ছাপানো এমনকি কোনো ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা কপিরাইট আইন, ২০২৩ অনুযায়ী দণ্ডনীয়।

সূচি

প্রথম অধ্যায় । আকস্মিক মৃত্যু ৫

দ্বিতীয় অধ্যায় । গুপ্তধনের খোঁজে ১৪

তৃতীয় অধ্যায় । সামনে বিপদ ২১

চতুর্থ অধ্যায় । অবশেষে দ্বীপে ২৮

পঞ্চম অধ্যায় । বেনের নৌকা ৩৭

ষষ্ঠ অধ্যায় । আরো গভীরে ৪৩

সপ্তম অধ্যায় । লম্বা সেই গাছ ৫২

অষ্টম অধ্যায় । বিদায় বন্ধু ৫৯

প্র থ ম অ ধ্যা য়

আকস্মিক মৃত্যু

আমার নাম জিম হকিন্স। আমি ইংল্যান্ডের একটা সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল ব্রিস্টল চ্যানেলে থাকি মা'র সঙ্গে। আমাদের একটা সরাইখানা আছে যেটার নাম 'এডমিরাল বেনবো ইন'। আমি এই সরাইখানা চালাতে মাকে সাহায্য করি। এখানে নাবিকরা আসে, খায়, পান করে, আড্ডা দেয়। আমি তাদের কাছে অনেক গল্প শুনি।

একদিন আমি সরাইখানার সামনের অংশটা ঝাড়ু দিচ্ছি, তখন একজন অচেনা নাবিক লোক এলো। লোকটি বয়স্ক। চেহারা রুক্ষ। সে গান গাইতে গাইতে এগোলো। আমার সামনে এসে বললো, ‘এখানে কি অনেক লোক থাকে? আমি এখানে থাকতে চাই, বুঝলে?’ তার কথার মধ্যেই আদেশের সুর।

লোকটি আমার কাঁধে হাত রাখলো। সে বলতে থাকলো, ‘বিলি বোনস আমার নাম, বুঝলে।’ বলেই আমার হাতে একটা রুপার মুদ্রা দিলো। ‘প্রতি মাসে একটা করে পাবে। তবে তোমার একটা কাজ আছে। আমার হয়ে খেয়াল রাখতে হবে, এক পায়ের কোনো লোক আসে কি না। বুঝলে?’

লোকটি যে সুবিধার নয় তা বোঝা গেলো। এক মাস হলো সে এখানে রয়েছে, অথচ মাকে এখনও ঘর ভাড়া দেয়নি। দিনের বেলা লোকটি চলে যায় সমুদ্রের পাশে পাহাড়ের ওপর। সেখান থেকে দুরবিন দিয়ে কী যেন খোঁজে। আর রাতে সরাইখানায় বসে সবাইকে ভয়ংকর সব জলদস্যুর গল্প শোনায়।

যারা সমুদ্রে জাহাজে ডাকাতি করে, তাদেরকে বলে জলদস্যু।

সেদিন খুব ঠান্ডা পড়েছে। তুষার ঝরছে। বিলি বোনস তবুও বেরিয়ে গেছে। আর তখন একটা লোক এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, ‘খোকা, এখানে কি কোনো ক্যাপ্টেন থাকে?’

আমি উত্তর দেওয়ার আগে বিলি বোনস দরজায় চলে এলো। লোকটি হাসিমুখে বললো, ‘হ্যালো বিলি, কেমন আছো?’

বিলি বোনস আঁতকে উঠলো, যেন ভূত দেখেছে।

বিলি বোনস ঢোক গিলে বললো, 'ব্ল্যাক ডগ! তুমি!'

'হুম, আমি। তোমার খোঁজ নিতে এলাম। তোমার সমুদ্র সিন্দুকের ভেতরে কী লুকিয়ে রেখেছো, দেখবো না?'

'তোমার নোংরা নজর ওদিকে দেবে না। বুঝলে?'

বলেই বিলি তার তলোয়ার বের করলো। ব্ল্যাক ডগও তার তলোয়ার বের করলো।

চকচকে ইস্পাতের দুটো তলোয়ার ঝন ঝন করে উঠলো। বিলি এতো জোরে দ্রুত তলোয়ার চালালো যে ব্ল্যাক ডগ ছুটে পালালো।